স্কুলে যাওয়া শুরু করতে আপনার বাচ্চাকে সাহায্য করা

**নার্সারী ও রিসেপ্‌শন ক্লাসে আশা করা হয় যে বাচ্চারা;**

* তাদের নিজের নাম চিনতে পারবে।
* কোন প্রাপ্তবয়স্ক লোক যদি তার নাম বলে, তাহলে থেমে গিয়ে তাকাতে পারবে এবং শুনতে পারবে।
* তদের যদি কোন রকম সাহায্য দরকার হয়, তাহলে একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোককে সেটা জানাতে পারবে।
* নিজের জুতো ও কোট পড়া সমেত নিজে নিজে জামাকাপড় পরতে পারবে।
* নিজে নিজে টয়লেটে যেতে পারবে এবং প্রতিবার টয়লেট ফ্লাশ করতে ও নিজের হাত ধুতে পারবে।
* টেবিলে বসতে পারবে এবং ছুরি ও কাঁটা দিয়ে খেতে পারবে।
* কথা বলার সময় পালা করে কথা বলতে পারবে এবং পরস্পরের সাথে সম্প্রীতির সাথে কথা বলবে।
* আনন্দের সাথে নতুন জিনিষ চেষ্টা করে দেখবে; যেমন, বিভিন্ন খেলনা নিয়ে খেলা করবে, বিভিন্ন খেলা খেলবে, অপরিচিত খাবার খেয়ে দেখবে।
* রোজ স্কুলে আসবে এবং সময়মত আসবে।

**নার্সারী ও রিসেপ্‌শনে ভাল ভাবে শুরু করতে আপনার বাচ্চাকে সাহায্য করার জন্য আপনি বাড়িতে যে যে জিনিষ করতে পারেন**

* তার সাথে কথা বলবেন – কথাবার্তা বললে তা বাচ্চাদের ভাষার ও চিন্তা করার দক্ষতার উন্নতি করতে পারে।
* তাকে পড়ে শোনাবেন ও তার সাথে পড়বেন – তাকে দেখাবেন যে পড়া হচ্ছে জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা এবং আনন্দ পাওয়ার জন্য আমরা পড়তে পারি। একসাথে একটা বই পরে ও আপনারা যা পড়েছেন সেটার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে ভাল মানের সময় কাটানো উপভোগ করবেন। দশ মিনিটের মত সময় ধরে তার একটা গল্প শুনতে পারা উচিত।
* তার সাথে এরকম খেলা খেলবেন যেটাতে পালা করে খেলতে ও অপেক্ষা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। তাছাড়াও, তার যদি অন্য কারুর জিতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়, তাহলে তাতে সাহায্য হবে।
* জিগ্‌স ও সেই ধরনের পাজল, বাচ্চাদের একাগ্রতা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সূক্ষ্ম ভাবে নাড়ানোর দক্ষতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
* স্কুলে আমাদের নিয়মকানুন থাকতে হবে, যাতে সকলের সাথে ন্যায্য আচরণ করা হয়। এর মানে হচ্ছে যে তাদের কিছু করতে বলার সাথে সাথে সেটা করতে বাচ্চাদের অভ্যস্ত হতে হবে এবং বাড়িতে এটা করতে তারা যদি অভ্যস্ত থাকে, তাহলে তাতে খুবই সাহায্য হবে।
* রুটীন ও ঘুমাতে যাওয়ার সময় – স্কুলে বাচ্চারা সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে এবং ঘুমাতে যাওয়ার সময় আপনার বাচ্চার একটা ভাল রুটীন তৈরী করতে পারলে তাতে তার স্কুলে গিয়ে শিখতে সাহায্য হবে। সন্ধ্যা ৭.৩০-এর আগে তার বিছানায় যাওয়া উচিত।
* নার্সারী রাইমের মত জিনিষ মুখস্থ করলে আপনার বাচ্চার শেখার ক্ষমতা গড়ে উঠতে সাহায্য হবে।
* যখনই সম্ভব তখনই আপনি আপনার বাচ্চাকে ছবি আঁকতে, লিখতে, গুণতে, কাঁচি দিয়ে কাটতে এবং আঠা দিয়ে জিনিষ লাগাতে উৎসাহ দেবেন।
* আপনার বাচ্চার সাথে গোণা ও মাপার উপযুক্ত উপায় খুঁজে বের করবেন, যেমন বেক করা, রান্না করা।
* স্বাবলম্বী হতে আপনার বাচ্চাকে উৎসাহ দেবেন। নিজের কাজ নিজেকে করতে দেবেন – এমন কি তাতে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগলেও।